সত্যের সন্ধানে নিভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
১৭/০৪/২০১৫

বাজেটে পোশাক শিল্পের জন্য ৫৫ প্রস্তাব

আপৎকালীন তহবিল চায় বিকেএমইএ

মিজান চৌধুরী

রাজনৈতিক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত পোশাক মালিকদের আর্থিক সহায়তায় আগামী বাজেটে একটি আপৎকালীন তহবিল গঠনের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ তহবিল থেকে সহায়তা নিয়ে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও ব্যয় মেটানো হবে। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগামী তিন বছরের জন্য নগদ সহায়তা দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে এক শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়েছে। বাজেট সামনে রেখে উল্লিখিত সুপারিশসহ ৫৫টি প্রস্তাব বুধবার অর্থমন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে পোশাক শিল্পের সংগঠন বিকেএমইএ।

তাদের প্রস্তাবে ব্যাংক ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার কথাও বলা হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে বর্তমানে অর্থমন্ত্রী ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন। ফিরে এসে পোশাক শিল্পের এসব প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

জানা গেছে, আগামী ৪ জুন ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা হবে। এরই মধ্যে বাজেট প্রণয়ন শুরু করেছে অর্থমন্ত্রণালয়। চলমান রাজনৈতিক সহিংসতাকে সামনে রেখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংগঠন **তহবিল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১**

তহবিল : আপৎকালীন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অর্থ মন্ত্রণালয়ে তাদের চাহিদা পেশ করছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) তাদের প্রস্তাব পেশ করেছে। নিচে তাদের প্রস্তাব তুলে ধরা হল।

শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত সুবিধা : পোশাক শিল্পের জন্য ১০ শতাংশ হারে হ্রাসকৃত করারোপের মেয়াদ আগামী ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি, আমদানিকৃত সব নিরাপত্তা সরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ শুল্কমুক্ত রাখা। শূন্য শুল্ক সুবিধায় সেন্ট্রাল ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে কেমিক্যাল আমদানি, আমদানিকৃত মেশিনের ক্ষেত্রে মুসক-৭ ফরম বাধ্যতামূলক পরিহার রাখতে বলা হয়। পাশাপাশি বিকেএমইএ'র গ্রহণকৃত সব সেবার ওপর ভ্যাট, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং মেটিরিয়ালস খালাসে ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং রফতানি ও উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে একশ' শতাংশ ভ্যাট অব্যাহতি রাখা, নিট শিল্পকে ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে অব্যাহতি, পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ বাতিল এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি শূন্য শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

ব্যাংক ঋণ সুবিধা : কমপ্লায়েন্স পোশাক শিল্প গড়তে ৪ শতাংশ হারে ঋণ, এর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন, বছরে ৬০ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি করছে এমন প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণীকৃত না করার, ব্যক্তি উদ্যোগে ইটিপি স্থাপনের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ হারে ব্যাংক ঋণ, টার্ম লোন, ফোর্সড লোন, সাব স্ট্যান্ডার্ড টার্ম লোন, ফোর্সড লোন ক্লাসিফিকেশন কমপক্ষে ৬ মাস করার কথা বলা হয়।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা : গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির ওপর আরোপিত একশ' শতাংশ মুসক প্রত্যাহার, রফতানিমুখী নতুন ও বিদ্যমান শিল্প এবং বিএমআরই প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। গ্যাসের অভাবে অবকাঠামো নির্মাণের পরও চালু হচ্ছে না এমন শিল্পের ঋণের কিস্তি বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।

সুতা ও তুলার সুবিধা : তুলা ও ফেব্রিক্স আমদানি করে রফতানির সময় দু'বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করা। দেশীয় বাজার থেকে ক্রয়কৃত সুতা দু'বছর পর অব্যবহৃত থাকলে তার ওপর প্রদত্ত ভ্যাট মওকুফ করা। বেনাপোল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানির ক্ষেত্রে একই এলসির বিপরীতে আংশিক শিপমেন্টের অনুমোদন দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নগদ সহায়তা ও প্রণোদনা : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বিদ্যমান দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের মেয়াদ আগামী অর্থবছর পর্যন্ত বহাল, নতুন বাজার সম্প্রসারণের এ সুবিধার আওতায় আগামী ২০১৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত বহাল রাখা। পাশাপাশি সুবিধার হার ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

ভর্তুকি সুবিধা : দেশী সুতা ও পোশাক ব্যবহারে ভর্তুকি ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে উন্নীত ও প্রত্যাশিত মূল্যের ওপর প্রাপ্ত ভর্তুকি আয়কর মুক্ত রাখা, ডিজেল ও ফার্নেসওয়েল বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ ও ভর্তুকি প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়।

তহবিল বরাদ্দ : ভবন অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা উন্নয়ণে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। গুণগত উৎপাদনে যেতে পোশাক শিল্পের মেশিনারিজ আপগ্রেড করতে ৫০০ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ ও পণ্যবহুমুখী করতে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে।

রেশন চালু : পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ওএমএসের চাল, ডাল, তেল, চিনি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার কথা বলা হয়।

প্রশিক্ষণ সেন্টার : মানবসম্পদ তৈরি করতে শ্রমঘন এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু, বিদ্যমান ট্রেনিং সেন্টারের অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কার ও নতুন সেন্টার স্থাপনের জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

অন্যান্য সুবিধা : বিনামূল্যে নমুনা পণ্য আমদানির সময় চার মাসের বিপরীতে আট মাস, পোশাক শিল্পের অডিটের দলিলাদি দাখিলের সময় ৩ মাসের বিপরীতে ৬ মাস করা। শতভাগ রফতানিমুখী শিল্পকে ইপিজেডের ন্যায় সুবিধা প্রদান। ঋণপত্র ছাড়া আমদানিতে ৪ মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা নির্ধারণের শর্ত পরিহার করা। বিনিয়োগ আনতে বিভিন্ন জেলায় আরও ইপিজেড স্থাপন। সরকারি উদ্যোগে পোশাক খাত শ্রমঘন এলাকায় ইটিপি স্থাপন করা।